ভোরের কাগজ

কক্সবাজারের পরিবেশ পুনরুদ্ধারের দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'চ্যাম্পিয়ন অব আর্থ' খ্যাত জলবায়ু ও পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. আতিক রহমান –ভোরের কাগজ

রোহিঙ্গাদের চাপে কক্সবাজারে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়

পাহাড় ও বনভূমি উজাড়, ভূগর্ভস্থ পানিতে বাড়ছে তেজস্ক্রিয় মৌল

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার খাদ্য ও বাসস্থানের চাপ সামলাতে গিয়ে 'পর্যটন রাজধানী' খ্যাত কক্সবাজারের মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। সেইসঙ্গে অপরিকল্পিত নগরায়ন, ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন, অধিকহারে পর্যটকের আগমনে হোটেল-মোটেলে পানির চাহিদা বৃদ্ধি এবং নোনা পানি অনুপ্রবেশের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের মাত্রা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। বিশেষত, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পানিতে তেজস্ক্রিয় মৌলের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

কক্সবাজার থেকে শুরু করে দক্ষিণে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর পরিচালিত হাইড্রো জিওলজিক্যাল গবেষণায় এ চিত্র উঠে এসেছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ড. আশরাফ আলী সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বর্ষা ও শুকনো মৌসুম মিলে টানা তিন বছর ধরে এ গবেষণা পরিচালিত হয়।

গবেষকরা কক্সবাজার শহর, হোটেল-মোটেল জোনসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং উখিয়া, কুতুপালং, টেকনাফ উপজেলার কয়েকটি অঞ্চলকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ও উখিয়ায় আশ্রয় নেয় ৭ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা। ১৯৯২ সাল থেকে আসা রোহিঙ্গাদের হিসাব ধরলে কক্সবাজারে আশ্রিত রোহিঙ্গার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১১ লাখ। বেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া এক লাখ ৯৪ হাজার পরিবারের রান্নার জন্য প্রতিদিন দুই হাজার ২৫০ টন জ্বালানি কাঠ পুড়ছে। এসব কাঠ সংগ্রহ করা হচ্ছে নিকটস্থ বন থেকে। সরকারি হিসেবে, প্রতিদিন চারটি ফুটবল মাঠের সমপরিমাণ বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ হারে বন উজাড় হতে থাকলে আগামী বছরে উখিয়া আর টেকনাফে কোনো বনভূমি অবশিষ্ট থাকবে না। কোস্ট ট্রাস্টের সমীক্ষামতে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর আশপাশের ২১টি খাল, ছড়া আর ঝিরির পানি দূষিত হয়ে গেছে। বিকল্প পানির উৎস আর নেই। চারটি ক্যাম্পের ৫০টি ব্লকে স্থাপন করা ৩০০ নলকূপের মধ্যে ২১০টি থেকে আর পানি পাওয়া যাচ্ছে না। কোস্ট ট্রাস্ট স্থাপিত ৬৮০ থেকে এক হাজার ফুট গভীরের ১০টি নলকূপ থেকে পানি পেতে গভীরতা আরো ৩০-৪০ ফুট বাড়ানো হয়েছে। অপরদিকে, ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর নিকটস্থ কৃষিজমি মানববর্জ্যের মাধ্যমে মারাত্মক দূষণের শিকার হয়ে চাষ যোগ্যতা হারিয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার স্বার্থে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে দ্রুত

করেছেন। এসব অঞ্চলে ২০ থেকে ৩০০ ফুট গভারতার নলকূপের পানি ও বালির নমুনা সংগ্রহ করে বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় মৌলের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য এক সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে গবেষকরা জানিয়েছেন, গত দুই দশকে কক্সবাজার অঞ্চলে সেটেলমেন্টের হার বেড়েছে আড়াইগুণ আর জলাশয় কিংবা জলমহাল কমে গেছে ৬৪ ভাগ। ফলে প্রাকৃতিকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিপূরণ কমে গেছে আশঙ্কাজনক হারে। এদিকে হাইড্রো-জিওলজিক্যাল গবেষণা চলাকালীন গত বছরের ২৫ আগস্টের পর থেকে মিয়ানমার থেকে ঢলের মতো এসে জরিপ এলাকা কক্সবাজারের টেকনাফ

প্রত্যাবতন ও স্থানান্তরের দাবি জানিয়ে গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে কোস্ট ট্রাস্ট। সেই সঙ্গে কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধারে পৃথক তহবিল গঠনের দাবি জানানো হয়। সেই সঙ্গে রোহিঙ্গাদের রান্নার বিকল্প ব্যবস্থা, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার সীমিতকরণ, বৃক্ষরোপণসহ সাত দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাপে বিশ্বের কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের বন, পরিবেশের বিপর্যয় এবং ভূ-উপরিস্থিত ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সংকটে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক-সাউথ এশিয়ার (সিএএসএসএ) চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক এ আতিক রহমান।